# হিমালয় প্রসঙ্গ

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা ১৯৭৬ সালের কালীঘাট-এ, কয়েকজন বিশিষ্ট হিমালয়প্রেমীর হাত ধরে। কালক্রমে পরিষদ কলেবরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, মিলেছে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে হিমালয়প্রেমীদের সাড়া। পরবর্তীকালে পরিষদের সদর দপ্তর স্থানান্তরিত হয় বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ভূগোল বিভাগে। পরিষদের প্রধান মুখপত্র 'হিমালয় প্রসঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। এরপর থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে চৌত্রিশ বছর ধরে পরিষদ পত্রিকার প্রকাশনা করে চলেছে। বর্তমানে 'হিমালয় প্রসঙ্গ' বাঙলা ভাষায় হিমালয় সম্বন্ধীয় আলোচনার ক্ষেত্রে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম।

হিমালয়ের যেকোন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত পর্বতাভিযান, পদযাত্রা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, গবেষণা, শিক্ষাশিবির সম্পর্কিত লেখার জন্য 'হিমালয় প্রসঙ্গ' আপনাকে জানাচ্ছে সাদর আমন্ত্রণ। এই অঞ্চলের পথনির্দেশ, ভূগোল, ইতিহাস, পরিবেশ, সমাজ, ধর্ম, ভাষা, কৃষি, রাজনীতি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যেকোন বিষয়ের উপর আপনার প্রবন্ধ পাঠককে হিমালয় প্রেমে অনুপ্রাণিত করুক। ফুলস্কেপ কাগজে ৮/১০ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রয়োজনে ম্যাপ ও ছবিসহ আপনার মূল্যবান লেখা 'হিমালয় প্রসঙ্গ'-তে প্রকাশের জন্য পাঠান।

'হিমালয় প্রসঙ্গ' আপনাকে হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের সভ্য হতে উৎসাহিত করুক। লেখা পাঠানো, বিজ্ঞাপন, পরিষদের সদস্যভূক্তি, পত্রিকা ক্রয় অথবা অন্য যেকোন জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা—


**হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ**

কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ

৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

ই-মেল himparishad@gmail.com

ওয়েবসাইট www.himparishad.org


ISSN 2231-1076

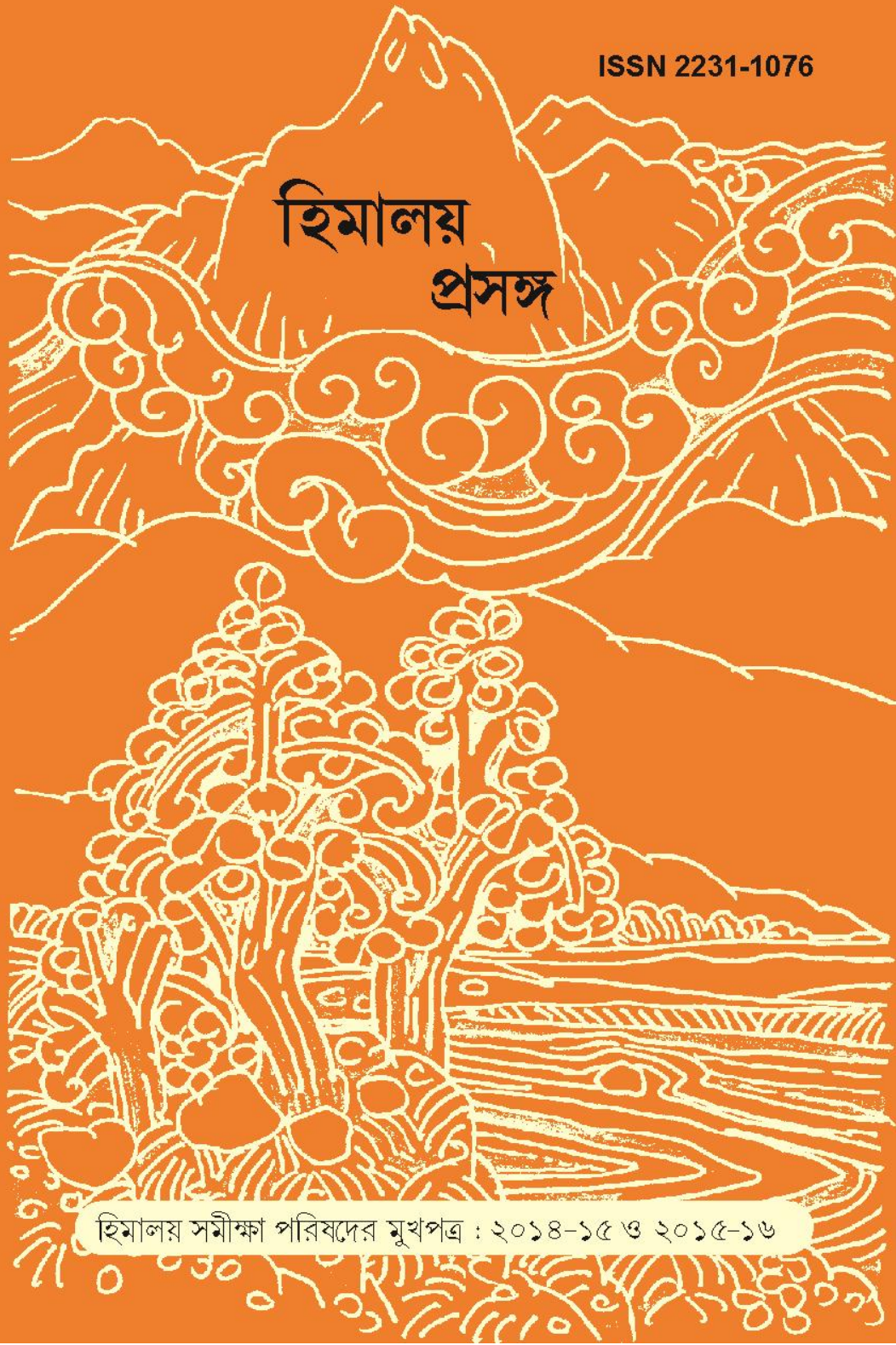

# হিমালয় প্রসঙ্গ

হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের মুখপত্র : ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬

# হিমালয় প্রসঙ্গ

২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬

**হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ**

কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ

৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

ই-মেল : himparishad@gmail.com

ওয়েবসাইট : www.himparishad.org

**হিমালয় প্রসঙ্গ ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬**
ISSN No. : 2231-1076

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৬

প্রকাশ স্থান : হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ
কক্ষ-৫২৬, ভূগোল বিভাগ, বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ
৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ১৯

মুদ্রাকর : ইউনিক ফটোটাইপ
৪৯, গুরুপ্রসাদ চৌধুরি লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

সম্পাদক : শুভমিতা চৌধুরী
সহ সম্পাদক : নবেন্দু শেখর কর

প্রচ্ছদ চিত্র : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ৭৫ টাকা

প্রকাশক : সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
সচিব, হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ

## সম্পাদকীয়

১৯৮২ সালে হিমালয় প্রসঙ্গের আত্মপ্রকাশ। বিগত ৩৪ বছর ধরে হিমালয় সমীক্ষা পরিষদের মুখপত্র, এই পত্রিকাটি হিমালয় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের উপর আধারিত লেখা হিমালয়প্রেমীদের হাতে তুলে দিয়েছে। যেহেতু হিমালয় প্রসঙ্গের বিষয়বস্তু শুধুমাত্র হিমালয়কেন্দ্রিক, প্রকাশ মাধ্যম বাংলা এবং প্রচারও সীমিত পরিধির মধ্যে, এই পত্রিকার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ও নিয়মিত প্রকাশন সহজসাধ্য নয়। এটি সম্ভব হয়েছে একমাত্র কিছু সদস্য ও শুভাকাঙ্খীর প্রতিষ্ঠানের প্রতি ভালবাসা ও নিরলস প্রচেষ্টায়। বলাই বাহুল্য যে একটি পত্রিকার সব থেকে বড় সমস্যা হল সঙ্গতিপূর্ণ, উচ্চমানের রচনার অভাব। তাই হিমালয়-বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের কাছে উচ্চ মানের তথ্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার আবেদন রাখলাম। এবারের হিমালয় প্রসঙ্গে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ দুটি সংখ্যা একত্রে প্রকাশিত হলো। হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ তথা হিমালয় প্রসঙ্গের কথা আরো সুদূর প্রসারী ও জনপ্রিয় করবার জন্য একটি ওয়েবসাইট শুরু করা হয়েছে— www.himparishad.org যেখানে সংস্থার কার্যকলাপ, ভবিষ্যত কর্মসূচী বা বিজ্ঞপ্তির খবর পাওয়া যাবে। পরিষদের পক্ষ থেকে একটি অনলাইন অফলাইন আর্কাইভ -এর প্রচেষ্টাও করা হচ্ছে যেখানে হিমালয় প্রসঙ্গের বিগত সংখ্যা গুলি পড়া, ও অনুলিপি করবার ব্যবস্থা থাকবে। কিছুদিনের মধ্যে হিমালয় প্রসঙ্গের বিগত প্রকাশনের সম্পূর্ণ সূচীপত্র ওয়েবসাইট এ পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে সদস্যদের কাছে একটি অনুরোধ রাখছি। হিমালয় প্রসঙ্গের ১৯৭২, ১৯৭৮, ১৯৮২, ১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১-২০০২ সংখ্যা গুলির খোঁজ/তথ্য যদি কেউ দিতে পারেন তাহলে অনলাইন অফলাইন আর্কাইভ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রভূত উপকার হয়।

## সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| মঞ্জুলিকা রায় : স্মরণিকা | কবিতা মিত্র | ০৯ |
| মঞ্জুলিকা রায় : জীবনালেখ্য | সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায় | ১২ |
| অপ্রকাশিত রচনা : শখের পদযাত্রায় ল্যাংট্যাং | মঞ্জুলিকা রায় | ১৪ |
| ইয়াবুকের একরাত্রি | সেন্টু কুমার দে | ১৯ |
| হনুমান খাল : নন্দাদেবী বায়োস্ফিয়ারে আবিষ্কৃত নতুন পথ | পার্থ প্রতীম মিত্র | ২৭ |
| হিমালয়ের কালো ভল্লুক | ইমন বাগচী | ৪৫ |
| যার্সাগুম্বা : ২০০০ বছরের প্রাচীন একটি ঔষধি | বাপ্পাদিত্য বিশ্বাস | ৫২ |
| ৬০৬৬ মি. অনামা শৃঙ্গে প্রথমবার | অরূপম হাজরা | ৫৯ |
| তৃতীয় মেরু-অঞ্চল ও জলবায়ু পরিবর্তনের পর্যায়ক্রমিক প্রভাব | বেধস্ উজ্জ্বল মন্ডল | ৬৪ |
| দার্জিলিং জেলার অর্থনৈতিক কর্মধারার বৈশিষ্টমূলক আলোচনা ও বিশ্লেষণ | অরিন্দম সরকার | ৬৯ |
| দার্জিলিং : সাম্প্রতিক বিধ্বংসী ভূমিধ্বসের প্রকোপ, ২০১৫ | গৌরব বেরা | ৮০ |
| বনপাহাড়ের ডাকে | চুমকি পিপলাই | ৯১ |
| হিমালয়কে ভালবেসে | কথাকলি বন্দ্যোপাধ্যায় | ৯৮ |

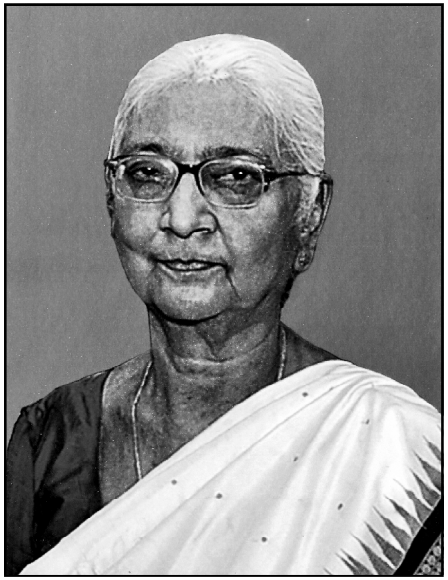

# মঞ্জুলিকা রায় : স্মরণিকা

কবিতা মিত্র

হিমালয়প্রেমী মঞ্জুলিকা রায়ের কথা লিখতে বসে ভাবছি কোনখান দিয়ে কি কথায় শুরু করব। আমার খুবই অন্তরঙ্গ এবং আমার চেয়ে বয়সে যে ছোট তার হঠাৎ চলে যাওয়ার ঘটনা আমার কাছে খুবই বেদনাদায়ক। হিমালয় আমাদের যোগসূত্র রচনা করেছিল। ১৯৮৩ সালের নভেম্বর মাসে তার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত। নেপালে মুক্তিনাথের পথের কঠিন চড়াই উৎরাই, প্রকৃতির অনাবিল শোভা, নদীর বিস্তার, সুনীল আকাশে পর্বতচূড়ার শুচিশুভ্র রূপ আমাদের বন্ধুত্বের অপার্থিব পশ্চাৎপট রচনা করেছিল, তাই হয়তো পথের বন্ধুত্ব পথেই শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের সম্মিলিত যাত্রাপথ বারবার নতুন রূপ নিয়ে নতুন দিকে ধাবিত হয়েছে।

মুক্তিনাথ মন্দির দর্শনের পর নেপালের গোঁসাইকুণ্ড, ল্যাংট্যাং উপত্যকা এভারেস্ট বেসক্যাম্প ও গোকিও হ্রদের দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কুমায়ুন-গাড়োয়াল অঞ্চলে যে পদযাত্রাতেই যাই না কেন মঞ্জুলিকার এক অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পেয়েছি। স্থানীয় মানুষজনের জীবনযাত্রা কেমন—তা জানার তার আগ্রহ ছিল। চমৎকার ছবি তুলতে তার জুড়ি ছিলনা। আর ছিল তার গলার গান। পাহাড়ী একচিলতে রাতের আস্তানা কত চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় তার গানের সুরে আরো মায়াবী হয়ে উঠত। মঞ্জুলিকার কবি মনের পরিচয় পেতেও দেরি হয়নি আমাদের। যাত্রাশেষে ফিরে কখনও কখনও উপহার পেয়েছি কবিতা। যে সৌন্দর্যলোকে সে পাড়ি জমিয়েছে সেখানে তার আত্মা শান্তি পাক।

## মঞ্জুলিকা রায়ের জীবন পঞ্জী

| | | |
|---|---|---|
| জন্ম তারিখ | : | ২২শে অগষ্ট, ১৯৩৯ |
| পিতা | : | ডঃ ইন্দুভূষণ রায় |
| মাতা | : | নির্মলা রায় |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | : | সংস্কৃতে এম.এ., সাংখ্যতীর্থ, কাব্যতীর্থ, এডুকেশনে এম.এ., |

অন্যান্য : স্বনামধন্যা সুচিত্রা মিত্রের রবীন্দ্র সংগীতের শিক্ষায়তন ''রবিতীর্থে''র কোর্স শেষ করার পর রবীন্দ্র সংগীতে প্রয়াগের ''সংগীত প্রভাকর'' ডিগ্রি অর্জন করেছেন। স্কুল কলেজে ছাত্রী হিসাবে আবৃত্তি ও অভিনয় করে যেমন আনন্দ পেয়েছেন, তেমন পুরস্কারও পেয়েছেন।

কর্মক্ষেত্র: ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ফর গার্লস বিদ্যালয়ের প্রথমার্ধে সহ-শিক্ষিকা, শেষার্ধে প্রধান শিক্ষিকা।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ-এর সঙ্গে আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা হিসাবে যুক্ত ছিলেন তিরিশ বছর। এছাড়া আরও পাঁচটি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজ যেমন

বিড়লা কলেজ অফ এডুকেশন
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (বি. এড. বিভাগ)
ক্যালকাটা গার্লস বি. টি. কলেজ



হেস্টিংস বি. এড. কলেজ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (বি. এড. বিভাগ) এর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

বালীগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ভূগোল বিভাগের ''হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ'' এর সঙ্গে পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন।

প্রয়াণ : ২রা এপ্রিল, ২০১৬

# মঞ্জুলিকা রায় : জীবনালেখ্য

সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তর কলকাতার হাতিবাগান অঞ্চলে হরিঘোষ স্ট্রীটের রায় পরিবারে (২২-অগষ্ট-১৯৩৯) মঞ্জুলিকার জন্ম। পিতা ড: ইন্দুভূষণ রায় ও মাতা নির্মলা রায়।

যৌথ পরিবারে মঞ্জু ছিল প্রথম কন্যা সন্তান। কালক্রমে জন্মসূত্রে ও বৈবাহিক সূত্রে সে পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেড়ে যায়। মঞ্জু হয়ে যায় বড়দিদি।

পড়াশুনায় সে ছিল মেধাবী। মহাকালী পাঠশালায় স্কুল জীবন শেষ করে বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হয়। বর্ণময় ছিল তার কলেজ জীবন। আবৃত্তি, অভিনয়ে সে যেমন মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছে, তেমনি এন. সি. সি. ট্রেনিং ও ক্যাম্প এ সমানভাবে অংশ গ্রহণ করেছে।

কলেজ জীবনের পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম. এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হয়। সম্মানের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে কাব্যতীর্থ ও সাংখ্যতীর্থ উপাধি দুটি অর্জন করে।

এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ করে। চিৎপুর অঞ্চলে সকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ফর গার্লস স্কুলে শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেয়। ক্রমে সে বড়দিদির পদে উন্নীত হয়। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক কাজেও তার দক্ষতা প্রকাশ পায়। চিৎপুরে যে অঞ্চলে স্কুলটি অবস্থিত, সেখানে পড়াশুনার পরিবেশ ছাত্রীদের অনুকূলে ছিল না। কিন্তু মঞ্জুলিকা ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের সমবেত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির প্রভূত উন্নতি হয়। সে ছিল খুবই জনপ্রিয় শিক্ষিকা।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ফর গার্লস যেহেতু প্রাতঃকালীন বিদ্যালয়, দিনের পরবর্তী সময়ে মঞ্জুলিকা এ. বি. টি. টি. কলেজে আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা হিসাবে ছিল সুদীর্ঘ তিরিশ বছর। কোন সময় সে অকারণে নষ্ট করেনি। এই দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যেই সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রাত্রিকালীন বিভাগ থেকে এডুকেশনে এম. এ. ডিগ্রিও সসম্মানে আয়ত্ব করে। এর পর কলকাতার বিভিন্ন বি. এড. কলেজে বিভিন্ন সময়ে সে আংশিক সময়ের অধ্যাপিকার দায়িত্ব নিয়েছে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে।

মঞ্জুর গানের গলা ছিল উদাত্ত ও সুরেলা। সুচিত্রা মিত্রর কাছে তার শিক্ষা। প্রধানত: সে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইত। এছাড়া বাবার শেখানো কীর্তন, মায়ের রচিত গান, ভাটিয়ালী এবং লালনগীতিও সে গাইত।



শিল্পী মঞ্জু সুন্দর ছবি আঁকতো। তার ফটোগ্রাফির হাত ছিল চমৎকার। সে শিল্পীর চোখ দিয়ে ছবি তুলে সুন্দর সুন্দর ফটোগ্রাফ আমাদের উপহার দিয়েছে। দেশ দেশান্তরে তোলা ভ্রমণের ছবি তার ঘরে অ্যালবামে রাখা আছে। বিষয়ানুসারে ভাগ করে পরিচিতিসহ সুন্দরভাবে তা সাজানো এবং অবশ্যই দর্শনীয়। মঞ্জু ছিল রসিক মনের অধিকারী। তার রসজ্ঞ মনের পরিচয় নানা ভাবে নানা সময়ে প্রকাশ পেত।

বিখ্যাত হিমালয় পর্বতপ্রেমী শম্ভুনাথ দাস, যাঁকে বলা হত 'হিমালয়ান এনসাইক্লোপিডিয়া', মঞ্জুলিকাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। নানা পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে তাঁর মূল্যবান লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। শম্ভুনাথ দাসের মৃত্যুর পর ঐ পত্র-পত্রিকা থেকে লেখাগুলি সংগ্রহ করে একটি পুস্তকের রূপ দেবার পরিকল্পনা করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে হিমালয় অভিযাত্রীরা উদ্বুদ্ধ ও উপকৃত হতে পারেন। অবশেষে যে সাতজনের প্রচেষ্টায় ঐ পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয় এবং শম্ভুনাথ দাসের ''হিমালয় ভ্রমণ ও ভাবনা'' শিরোনামে অমূল্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, সেই সাতজনের অন্যতম ছিল মঞ্জুলিকা রায়।

'হিমালয় সমীক্ষা পরিষদ' এর অফিস বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজের ভূগোল বিভাগে থাকলেও তার নিয়মিত বৈঠক বসত শিয়ালদায় কমলাদির বাড়ীতে। সেখান যোগ দিতেন ড. মনোতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. দীপালী দে, দুর্গাদাস সাহা এবং আরও অনেকে। মঞ্জুও সেখানে যেত। আলোচনায় অংশগ্রহণ করত এবং লেখাও দিতো।

মঞ্জু ছিল ভ্রমণপ্রেমী, তা বাঁকুড়ার ছোট্ট গ্রাম হোক বা ইউরোপ, শ্রীলঙ্কা, লাদাখ, নেপাল, চীন, তুরস্ক হোক, কোনটাই তাকে কম আনন্দ দিত না। তবে হিমালয়প্রেমী মঞ্জুর পাহাড়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব অবশ্যই ছিল। তাই সে গাড়োয়ালে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, যমুনোত্রী, গোমুখ, পরে পঞ্চকেদার, বুড়াকেদার; কুমায়ুনে সুন্দরডুঙ্গা হিমবাহ, পিন্ডারি হিমবাহ, মিলাম হিমবাহ, হিমাচলে অমরনাথ, মণিমহেশ; নেপালে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ও কালাপাথর, গোকিও হ্রদ, গোঁসাইকুণ্ড, মুক্তি নাথ, নারায়ণস্বামীর আশ্রম প্রভৃতি দুর্গম পদযাত্রা সাঙ্গ করেছে মনের আনন্দে।

সাহিত্যের ছাত্রী হলেও ভূগোলের প্রতি তার ছিল সহজাত আকর্ষণ। হিমালয়ের পথ-ঘাট, তথ্য ও তত্ত্ব সম্বন্ধে সে খোঁজখবর রাখতো। কোন জায়গায় যাবার নাম হলেই ছোট মানচিত্র এঁকে ফেলতো।

চোখের জলে সব ধুয়ে দিয়ে সংসারের চাকা ঘুরে চলেছে। মঞ্জুলিকা! তুমি আলোয় এই আকাশে মিশে গেছো।